দ্বীন শিক্ষা অর্জন করার গুরুত্ব ও ফজিলত:

■**দ্বীন কি** : দ্বীন (دين), একটি আরবি শব্দ, যা প্রধাণত ইসলাম ধর্মের সাথে অধিক সম্পৃক্ত, পাশাপাশি আরব খ্রিস্টানরাও তাদের উপাসনার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করে ।একে প্রায়শই "ধর্ম" হিসেবে অনুবাদ করা হয়, কিন্তু ইসলামী প্রধান ধর্মগ্রন্থ কুরআনে শব্দটির দ্বারা একজন ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমের জন্য পালনীয় পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যা কুরআন ও হাদীস হতে প্রাপ্ত শিক্ষা, আদর্শ ও নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত হব। ইসলামী শরীয়াহ আইনকেও অনেক সময় দ্বীন হিসেবে নির্দেশ করা হয়। কিছু মুসলিমের মতে, দ্বীন শব্দটির প্রয়োগ পরিসর হল শুধু মুসলিমদের ধর্মীয় জীবন। আবার কিছু মুসলিমের মতে, দ্বীনের প্রয়োগ সামষ্টিকভাবে মুসলিমদের জীবনের সকল শাখায় প্রযোজ্য হতে পারে।

■ **দ্বীন** (دين)।আমরা যদি এই প্রশ্নের উত্তর ঠিকমতো দিতে চাই তাহলে আগে দ্বীন শব্দের অর্থ বুঝতে হবে। সাধারণভাবে দ্বীন শব্দটির অনুবাদ যদিও বলা হয়ে থাকে ‘ধর্ম’, কিন্তু আরবীতে দ্বীন শব্দটির অর্থ ব্যাপক। আপনি যখন জানবেন আরবীতে দ্বীন বলতে কী বোঝায় তখন চমৎকৃত না হয়ে থাকতে পারবেন না।

১ – দ্বীন শব্দের মূল অর্থ হলো ঋণ বা দেনা। আমরা প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র কাছে ঋণী কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা – আর ‘দ্বীনুল ইসলাম’ বলে কিভাবে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে (ইসলাম শব্দের অর্থ submission বা আত্মসমর্পণ – বিস্তারিত পরে আলোচনা করা হবে) তাঁর ঋণ পরিশোধ করবো। দ্বীনুল ইসলাম শুধু আল্লাহ্‌র ঋণ কিভাবে পরিশোধ করতে হবে তাই বলে না, কিভাবে মা-বাবা ও অন্য মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার ও প্রাপ্য অধিকার দেয়ার মাধ্যমে তাদের ঋণ পরিশোধ কিভাবে করতে হবে তাও বলে। জীবনের প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা, বাবা-মা ও অন্য মানুষদের প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা আমরা প্রত্যেকেই তা কোনো না কোনো ভাবে পালন করে থাকি। এই দায়বদ্ধতা যদি আমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল(সা)-এর দেখানো পথে পালন করে থাকি তাহলে আমাদের দ্বীন ইসলাম, কিন্তু যদি আল্লাহ-রাসূলের কথার তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়াল-খুশীমতো চলাফেরা করে থাকি, তাহলে আমরা নামে মুসলিম হলেও আমাদের প্রকৃত দ্বীন অন্যকিছু।

আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন কামনা করলে তা তার থেকে কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আলে ইমরান ৩:৮৫)

২ – দ্বীন শব্দটির শব্দমূল (root word) হলো ‘দা ইয়া না (د ي ن)’। এর একটা অর্থ হলো কোনও কিছুকে ডিসিপ্লিন করা। রাসূলুল্লাহ(সা) তার প্রশংসা করেছেন যে তার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে (মানদাহা নাফসাহু) (তিরমিযী)। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অনুযায়ী যে তার চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে তার দ্বীন হলো ইসলাম। আল্লাহ আমাদেরকে
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে নিজেকে ডিসিপ্লিন করতে বলেছেন। কিন্তু আমরা যদি ইচ্ছা হলে নামাজ পড়লাম, আর ইচ্ছা হলে ছাড়লাম করতে থাকি – তাহলে আমরা ইসলামের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে ডিসিপ্লিন করতে অস্বীকৃতি জানালাম।

৩ – দ্বীন শব্দের আরেকটি অর্থ হলো বিচার দিবস। যেমন, আমরা সূরা ফাতিহায় বলি ‘মালিকি ইয়াওমিদ্দিন’ (যিনি বিচার দিনের মালিক)। বিচার দিবসে আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে আল্লাহ ও মানুষকে তাদের প্রাপ্য দেনা আমরা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম কি না – আর এর জন্য বিচার দিবসের আরেক নাম ‘ইয়াওমিদ্দিন’ বা হিসাবের দিন।

৪ – দ্বীন শব্দের আরেকটি অর্থ হলো এমন বৃষ্টি যা বার বার ফিরে এসে পৃথিবীকে জীবন দেয় (a rain that returns again and again, and brings back earth to life)। সৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূলকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। নবীদের জীবনের লক্ষ্য ছিলো তাওহীদের বাণীকে প্রচার করে পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা – আর এর মাধ্যমে পৃথিবীকে পুনর্জীবিত করা। সুতরাং, যে জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা আমাদের জীবন ব্যয় করবো, সেটাই হলো আমাদের দ্বীন।

৫ – দ্বীন বলতে বুঝায় জীবন ব্যবস্থা / আর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তার শাসন ব্যবস্থা। যে ব্যক্তি যে মৌলিক নিয়মনীতির উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেয়, পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেয়; যে শাসক যে সংবিধান অনুসরণ করে তার দেশ চালায় সেটাই তার দ্বীন। সূরা ইউসুফে আল্লাহ বলেছেন, ইউসুফ(আ) যখন চাচ্ছিলেন তাঁর ভাইকে নিজের কাছে রেখে দিবেন তখন তিনি যদি মিশরের বাদশাহর সংবিধান (দ্বীন) অনুসরণ করতেন তাহলে তা সম্ভব ছিলো না।

... আল্লাহ না চাইলে বাদশাহর আইনে (দ্বীনে) তার ভাইকে সে আটক করতে পারতো না। ... (সূরা ইউসুফ ১২:৭৬ আয়াতাংশ)

একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আমার পি এইচ ডি ল্যাবে আমার সৌদি বন্ধু নাইফ আমাকে বলেছে সে আরো অনেক কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলো, কিন্তু অন্য ইউনিভার্সিটিগুলো ছেড়ে তার কার্লটন ইউনিভার্সিটিতে আসার মূল কারণ হলো তার বন্ধুরা তাকে বলেছিলো যে এখানে অনেক সুন্দর নামাজ ঘর আছে। কোথায় পড়তে যাবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে ইউনাভার্সিটির র‍্যাঙ্কের চেয়ে তার বেশী গুরুত্ব ছিলো সে পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে নামাজ পড়তে পারবে কিনা। কাজেই নাইফের দ্বীন হলো ইসলাম।

উপরের এইসব কারণে দ্বীনের সঠিক অনুবাদ হবে জীবন পরিচালনার মূলনীতি বা System of Life.

■ইসলাম ধর্মে দ্বীন শব্দের ব্যবহার

বহু হাদিসে, দ্বীনকে মধ্যমপন্থী জীবনব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে:

আবু হুরায়রা বর্ণিত, নবী বলেছেন, "ধর্ম (দ্বীন) খুব সহজ এবং যে ব্যক্তি তার ধর্মে সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা নিজের উপর চাপিয়ে নেয়, সে তা উক্ত পন্থায় অব্যহত রাখতে পারে না। তাই তোমাদের চরমপন্থী হওয়া উচিত নয়, কিন্তু পূর্ণ সঠিকতার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত এবং ভালো কিছু পাওয়ার আশা করা উচিত, এবং দিনে ও রাতে উপাসনার মাধ্যমে (মানসিক) শক্তি অর্জন করা উচিত।"

—সহীহ বুখারী, ১:২:৩৯ (ইংরেজি), (ফাতহ-উল-বারি, পৃষ্ঠা ১০২, ভলিউম ১)

■ **দ্বীনি আল ইসলাম** (আমার দ্বীন হচ্ছে ইসলাম)।

ইসলাম বলতে কি বুঝায় তা আমরা কয়জন মুসলিম ঠিকমতো জানি? আসুন এবার দেখি ইসলাম শব্দের অর্থ কি?

ইসলাম শব্দটির শব্দমূল হলো আল-সিলম্, যার অর্থ হলো আত্মসমর্পণ(Submission)। আর ইসলাম বলতে বোঝায় আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা। মহাবিশ্বের সকল জড় বস্তু ও প্রাণী (শুধু মানুষ ও জ্বীন ছাড়া) আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ন আত্মসমর্পণ করেছে। আল্লাহ্ সূর্যকে যে নিয়মে বেঁধে দিয়েছেন সে সেই নিয়মে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে, পানি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই বয়ে চলে, জমাট বাঁধে, বাষ্প হয়। আমরা মানুষরা অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাতেই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক সম্পূর্নভাবে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করি — যেমন ক্ষুধা পেলে আমরা খাই, ঘুম পেলে ঘুমাই, বাথরুম চাপলে বাথরুমে যাই। আমাদের আত্মসমর্পণের বাকী অংশগুলো আল্লাহ্ আমাদের ইচ্ছাশক্তির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সে ইচ্ছাশক্তি শুধু এদিক সেদিক দৌড়ে চলে যেতে যায়। আমরা যদি জোর করে তাকে ধরে আল্লাহ্‌র হুকুমের কাছে আত্মসপর্ণ করাই তবেই আমরা মুসলিম। জিব্রাইল(আ)-এর হাদিস আমাদের বলে দেয় মুসলিম হওয়ার সর্বনিম্ন কোয়ালিফিকেশন — মহান আল্লাহকে সর্বশক্তিমান প্রতিপালক বলে মনেপ্রানে বিশ্বাস করলে, রাসূলুল্লাহ(সা) যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বলেছেন সেভাবে নামাজ পড়লে, রমজান মাসে রোজা রাখলে, যেভাবে যাকাত দিতে বলেছেন সেভাবে দান করলে, বুড়ো বয়সের জন্য অপেক্ষা না করে সামর্থ্য হওয়ার সাথে সাথেই হজ্জ করলে — কমপক্ষে এই পাঁচটি কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকলে আমরা মুসলিম হতে পারবো।

তারা কি আল্লাহ্‌র দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো পথ কামনা করছে? অথচ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুই তাঁর কাছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে সব ফিরে যাবে। (সূরা আলে ইমরান ৩:৮৩)

সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য। ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মদ(সা)। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিয় নবী মুহাম্মাদ(সা) যেটা ভালো বলেছেন সেটাকে ভালো, আর উনি যেটাকে মন্দ বলেছেন সেটাকে মন্দ বলে মেনে নিয়ে নিজেকে সমর্পণ না করে দিবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুসলিম হতে পারবো না। এ কথা সত্য যে নিজের লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে আমরা হয়তো অনেক সময়ই পাপ কাজ করে ফেলবো, কিন্তু মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) সে ব্যক্তি যে নিজের সীমাবদ্ধতাকে আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকার করে ক্ষমা চায় এবং বারবার চেষ্টা করে আল্লাহ্‌র হুকুমের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা সে হয়তো পুরোপুরি ছাড়তে পারে না, কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সে যা করছে তা ঠিক হচ্ছে না, আল্লাহ ও রাসূল(সা) যেটা বলেছেন সেটাই সবচেয়ে সঠিক।

খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপারে হলো যে 'ইসলাম' শব্দটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে মৃত্যুর সাথে। কারণ, আরবীতে 'আসলামা' শব্দের অর্থ হলো মৃত্যু। 'আসলামা নাফসুহু' বলতে বুঝায় আত্মার আত্মসমর্পণ (To give up the soul)। মৃত্যুর ফেরেশতা চলে আসলে যে ব্যক্তি অমুসলিম সে তখনো গোয়ার্তুমী করতে থাকে, আল্লাহ্‌র কাছে নিজের আত্মাকে সমর্পণ করতে চায় না। ফলে, ফেরেশতারা টেনে টেনে তার শরীরের রগ ছিন্ন-ভিন্ন করে জোর করে তার আত্মাকে তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সারাজীবন আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, সে মৃত্যুর সময়েও আত্মসমর্পণ করতে চাইবে না। অন্যদিকে, মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি যার মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে সে তার আত্মাকে সহজেই সমর্পণ করে দেয়। ফলে তার জান তার শরীর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসে যেভাবে কলসির মুখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসে। সারা জীবন যার দ্বীন ছিলো ইসলাম (আত্মসমর্পন), মৃত্যুর সময়েও তার দ্বীন হবে ইসলাম।

বাংলাদেশে জন্মালেই বাংলাদেশী হওয়া যায়, চৌধুরী সাহেবের ঘরে জন্মালেই নামের শেষে চৌধুরী বসানো যায়, কিন্তু শুধু মুসলিম পরিবারে জন্মানোর কারণেই কারো দ্বীন ইসলাম হয় না। একজন মুসলিমকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস রাখতে হয় যে সব ধর্ম সমান নয়, ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ যদি মনে করে আজ আমি হিন্দুর ঘরে জন্মালে হিন্দু হয়ে থাকতাম, খ্রীষ্টানের ঘরে জন্মালে খ্রীষ্টান হয়ে থাকতাম — একই তো কথা — সে তাওহীদ কী তাই বুঝতে পারেনি, এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার মিষ্টি স্বাদ সে পায়নি, মুসলিম পরিবারে জন্মালেও তার দ্বীন ইসলাম না।

নামের আগে মুহাম্মাদ, ঈদের সময় ঈদের নামাজ আর শুক্রবারের জুমু’আর নামাজ মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। মুসলিম হতে হলে নিজেকে আল্লাহ্‌র দাস মনে করে পরিপূর্নভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়, নিজের মনে যা চায় তার উপর আল্লাহ্‌র হুকুমকে প্রাধান্য দিতে হয়, পালন করতে না পারলে মনে আফসোস থাকতে হয়। মানুষের চোখে মুসলিম হয়ে বেঁচে থেকে কি লাভ যদি আমরা আল্লাহ্‌র কাছে মুসলিম হিসাবে ফিরে যেতে না পারি?

তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? ... – (সূরা জাসিয়াহ ৪৫:২৩)

সূত্র:

১। Pillars of Practice – Hamza Yusuf.

২। যা হবে মরণের পরে – আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী, তাওহিদ পাবলিকেশন্স।

■**ইসলামে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব** : ইসলামে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। হেরা গুহায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে ওহি নাজিল হয় তা হচ্ছে- পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মহান দয়ালু। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না (সুরা : আলাক, আয়াত নং : ১-৫)।

দুনিয়ার নিয়ম ও ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখার জন্য যেমন জাগতিক শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি দ্বীনের হেফাজতের জন্য এবং দুনিয়ার সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক হওয়ার জন্য দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজন। মুসলিম সমাজের সব শ্রেণির মানুষ যেন দ্বীন মোতাবেক চলতে পারে এবং হারাম থেকে বেঁচে হালালভাবে জীবনযাপন করতে পারে, সে জন্য কোরআন-সুন্নাহে পারদর্শী একটি জামায়াত বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। কোরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে, কেন বের হয় না প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি দল, যাতে তারা দ্বীনের তাফাক্কুহ অর্জন করে এবং ভীতি প্রদর্শন করে তাদের জাতিকে যখন তারা ফিরে আসে তাদের কাছে। সম্ভবত তারা আল্লাহভীতি অর্জন করবে (সুরা তাওবা, আয়াত নং : ১২২)।

এ জন্য প্রত্যেক জনপদে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান থাকা ফরজে কিফায়া। আর এই উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলমের চর্চা অব্যাহত রাখা সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য। কোরআন-সুন্নাহর চর্চা ও অনুসরণের অভাব হলে সমাজের সব অঙ্গনে দুর্নীতি ও অনাচার দেখা দেবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমাজ যতই উন্নতি লাভ করুক, ইমান ও আল্লাহভীতি না থাকলে তা মানুষের ক্ষতি ও অকল্যাণে ব্যবহৃত হবে। মানুষের সব আবিষ্কারকে অর্থপূর্ণ ও কল্যাণমুখী করার জন্যই অপরিহার্য প্রয়োজন ইলমে ওহির চর্চা। তদ্রূপ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবিকলভাবে সংরক্ষণ করার জন্য কোরআন-সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ তৈরি করা অপরিহার্য। ইসলামের অপব্যাখ্যা ও বিভিন্ন বাতিল মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন করে সঠিক ইসলামি শিক্ষা ও ইসলামি চিন্তাধারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াও আলিমদের কর্তব্য।

এ বিষয়ে হাদিস শরিফে এসেছে হজরত ইবরাহিম ইবনে আবদুর রহমান আল আজারি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, প্রত্যেক প্রজন্মের ন্যায়-নিষ্ঠ লোকেরা দ্বীনের এই ইলমকে ধারণ করবে। তারা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থিদের মিথ্যাচার এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে একে রক্ষা করবে (সুনানে কুবরা লিল বায়হাকি, হাদিস নং : ২০৯১১)।

দ্বীনি শিক্ষার ফজিলত এ শিক্ষার বিষয়বস্তু যেহেতু সরাসরি দ্বীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই এর ফজিলতও অন্যান্য শিক্ষার তুলনায় বেশি। নিম্নে এ-সংক্রান্ত কিছু আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হলো-আল্লাহ তার রাসুলের কাছে প্রথম যে সুরা নাজিল করেছেন তা হলো সুরায়ে আলাক। আর এ সুরার প্রথম শব্দ হলো যার অর্থ : পড়ো।

এর মাধ্যমে সুস্পষ্টই ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত অনুধাবন করা যায়। রাসুল যিনি নিরক্ষর ছিলেন, জীবনে কোনোদিন কলম ধরেও দেখেননি, তাকে প্রথম ওহিতেই পড়তে বলা হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায়, মহান প্রভু শিক্ষাকে কী পরিমাণ গুরুত্বারোপ করেছেন! এর মাধ্যমে শুধু মহানবীকেই পড়তে বলা উদ্দেশ্য নয়। বরং পুরো মানবজাতিকে আল্লাহ এই কথা বুঝিয়ে দিতে চান যে, শিক্ষার ফজিলত আল্লাহর কাছে এতটাই যে, প্রথম ওহিতেই আল্লাহ পড়তে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ ছাড়া কোরআনের শুরুর দিকে নাজিল হওয়া একটি সুরা রয়েছে। যার নাম যার অর্থ : কলম।

এ সুরার শুরুতেই আল্লাহ জ্ঞানার্জনের অন্যতম মাধ্যম কলমের শপথ করেছেন। ইরশাদ হয়েছেÑ শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে (সুরা ক্বলাম, আয়াত নং : ১)।

নিঃসন্দেহে শিক্ষা অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করে, চিন্তার জগৎকে সুপ্রসারিত করে ও ব্যক্তিকে মূর্খদের থেকে পৃথক করে দেয়। এ জন্যই আল্লাহ কোরআনে ইরশাদ করেন, বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? শিক্ষাগ্রহণ তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান (সুরা জুমার, আয়াত নং : ৯)।

জীবনের সব কাজ ইসলামের বিধান মোতাবেক করার জন্য দ্বীনি শিক্ষার বিকল্প নেই। দ্বীনি ইলমের চর্চা ও বিকাশের মাধ্যমেই সমাজে ইমান-আমল, আল্লাহভীতি ও আখিরাতমুখিতা সৃষ্টি হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া যেমন আল্লাহতায়ালার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আখিরাতের কামিয়াবি অর্জন করা যায় না, তেমনি দুনিয়ার জীবনেও দুর্নীতি, অনাচার, জুলুম ও শোষণ থেকে মুক্ত করা যায় না। এ জন্য আখিরাতে কামিয়াবি ও দুনিয়ায় শান্তি-নিরাপত্তার জন্য দ্বীনি ইলমের চর্চা অপরিহার্য।

মুফতি তাউহিদুল ইসলাম : মুহাদ্দিস ও নায়েবে মুফতি জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া সাতমসজিদ, মোহাম্মদপুর

■দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য :

শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার মাধ্যমে হযরত আদম আ. ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার রবকে চিনতে পারে, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। উন্নতি-অগ্রতি এবং উভয় জাহানের শান্তি-সফলতা ও কামিয়াবীর সোপানে আরোহণ করতে পারে । শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "দ্বীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২২৪)

আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞজন (?) এই হাদীসে উল্লেখিত ইলম বা বিদ্যা দ্বারা ব্রিটিশ সিলেবাস তথা দুনিয়াবী শিক্ষা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, যা স্পষ্টই ভুল। কারণ যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ নিজের রবকে চিনতে পারে না , যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে পারে না, যে শিক্ষা গুনাহ থেকে বাঁচতে শিখায় না তাকে ইলম বলে না। দুনিয়াবী শিক্ষা তো দূরের কথা, দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরও কেউ যদি গুনাহ থেকে বেঁচে না থাকে, নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়তে না পারে, তাহলে তার শিক্ষাকেও শরীয়াতের দৃষ্টিতে ইলম বলা হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেনঃ 'নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে' (সূরা ফাতিরঃ২৮)। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রকৃত

আলেম তথা শিক্ষিত তারাই যারা আল্লাহকে ভয় করে। অতএব, ইলম তথা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে খোদা ভীতির উপর আর দ্বীনী শিক্ষার ভিত্তিও হলো খোদা ভীতির উপর। তাই হাদীসে বর্ণিত ইলম দ্বারা যে খালেস দ্বীনী শিক্ষা উদ্দেশ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে দুনিয়াবী বিদ্যা হাসিল করা কি জায়িয নেই? এর উত্তর হলো: ফরয পরিমাণ ইলম অর্জনের পরে কেউ যদি দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করে, চাই দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ হাসিলের জন্য করুক বা দ্বীনের খেদমতের নিয়তে করুক, তাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং শরীয়ত মোতাবেক চলে দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে যদি কেউ দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করে তাহলে তাতে সে সাওয়াবেরও আশা করতে পারে। কারণ হাদীসে এসেছে 'কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে' (বুখারী হা.নং ১)

কিন্তু বাস্তব কথা হলো,স্কুল-কলেজে ফরয পরিমাণ ইলম শিক্ষা দেয়া হয় না এবং সেখানে শরীয়ত মোতাবেক চলতে উৎসাহিত করা হয় না; বরং সেখানে এমন অনেক মতবাদ শিক্ষা দেয়া হয় যা ঈমানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনেক স্কুলের পরিবেশই এমন যে, কেউ চাইলেও শরীয়ত মোতাবেক চলতে পারে না। এমতাবস্থায় দুনিয়ার ৬০-৭০ বছরের যিন্দেগীর কল্পিত সুখ-শান্তির আশায় নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে নৈতিকতা বিবর্জিত দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে নাকি পরকালের অশেষ-অসীম যিন্দেগীর সুখ-শান্তি অর্জনের আশায় নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে ? এর ফয়সালার ভার সুবিবেচকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হলো।

আজকাল লাখো মানুষ দ্বীনের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে নিজের বুঝকে সঠিক মনে করে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে দু- চার পয়সার লোভে কিংবা দুনিয়াবী সম্মানের আশায় দ্বীনী ইলম শিক্ষা না দিয়ে দুনিয়াবী শিক্ষা নামের ব্রিটিশদের তৈরি করা শিক্ষা কারিকুলাম পড়াচ্ছে।

আবার কেউ কেউ তো দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে নিম্নোক্ত মন্তব্য করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

১. '(কওমী) মাদরাসার বিদ্যা ফকীরি বিদ্যা' (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ কুরআন-হাদীসের ইলমের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করার কারণে ঐ লোকের ঈমান ধ্বংস হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

২. 'মাদরাসায় লেখা-পড়া করলে না খেয়ে মরবে'। অথচ দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো লোক না খেয়ে মরেছে এর কোন প্রমাণ বা উদাহরণ তারা দেখাতে পারে না এবং পারবেও না ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে না খাইয়ে মারবেন না।

৩. কিছু দ্বীনদার (?) লোক মনে করে সন্তানকে (কওমী) মাদরাসায় পড়ানোর দরকার নেই। স্কুল-কলেজে পড়াবো। তারপর সন্তান বড় হলে তাকে দ্বীনের রাস্তায় মেহনত করার সুযোগ করে দিয়ে দ্বীনদার বানিয়ে নিব। অথচ স্কুলে পড়ে সে বদ্দীন হবেনা তার গ্যারান্টি কে দিবে? অথবা দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই সে মারা গেলে তার পরিণতি কী হবে? তা মোটেও ভেবে দেখে না।

মানুষ যাতে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য বুঝতে পেরে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে, তাই নিম্নে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার মধ্যে বাস্তব কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর মহামানব তথা নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ অর্থাৎ তারা 'নায়েবে নবী'। কেননা নবী-রাসূলগণ শুধু ইলমের ওয়ারিশ বানান, অর্থ-কড়ির নয়। আর এরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখে, টাকা-পয়সার জন্য নয়। (মাজমাউয যাওয়েদ হা.নং ৫২৩)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষার সিলেবাস যারা তৈরি করেছে তাদের ওয়ারিশ। নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ নয়, কেননা তারা শিক্ষা অর্জনই করে টাকা-পয়সা কিংবা কোনো পদ হাসিলের জন্য।

২. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে নবীগণের বাস্তব ওয়ারিশ বানানোর জন্য তাদেরকে ঈমান, আমল, দাওয়াত, তা'লীম, তাযকিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে কীভাবে দুনিয়া উপার্জন করা যাবে তা শিক্ষা দেওয়া হয়। ঈমান-আমল সেখানে গুরুত্বহীন বিষয়।

৩. যারা দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় তাদের সম্মানার্থে ফেরেশতারা নিজেদের নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়। (আবূ দাউদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার ছাত্রদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের পাখা বিছানোর কোনো হাদীস নেই।

৪. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যেহেতু ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে, তাই তাদের দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার দুনিয়াতে মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কারণ তারা সাধারণত আল্লাহর নির্দেশ মতো চলে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি উলামায়ে কেরামের সুহবতে আসে বা দাওয়াতের কাজে জুড়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা।

৫. খালেস দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেউ বেকার থাকে না। তাদের কারণে দেশের বেকারত্ব বাড়ে না; বরং তারা একদিকে নিজ দেশে দ্বীনের খেদমত করছেন অন্য দিকে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইমাম, মুয়াযি্যন, মাদরাসার শিক্ষক হয়ে কিংবা অন্য কোন খেদমত করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন, যার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অনেকেই বেকার থাকছে। কারণ দুনিয়াবী শিক্ষাটা হলো 'কর্মমুখী শিক্ষা' অর্থাৎ এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা দুনিয়ার বিভিন্ন কর্ম করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে কর্মের সুযোগ কম থাকায় আর কর্মের প্রার্থী বেশি হওয়ায় অনেক বড় বড় ডিগ্রিধারীরাও বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ অবধি বেকারত্বের কারণে কেউ অর্থ উপার্জনের অনৈতিক পথ বেছে নিচ্ছে, আবার কেউবা ছিনতাই রাহাজানির মতো ভয়ংকর পথ বেছে নিতে দ্বিধা করছে না।

৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষাকেন্দ্র কওমী মাদারেসে দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন পরিমাণ বাংলা, অংক, ইংরেজী ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। আর এখানে সরকারের কোন অনুদান নেয়া হয় না। যার কারণে সরকার নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক এখানকার সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে না।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল-কলেজে প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া হয় না। আর স্কুল-কলেজ সরকারী হওয়ায় বা এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুদান গ্রহণ করায় সরকার চাইলেই নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে। আর এতে যে কী পরিমাণ ক্ষতি হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭. কওমী মাদারেসে ফরযে আইন এবং ফরযে কেফায়া উভয় প্রকারের ইলম শিক্ষা দেয়া হয়, যার দ্বারা এখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা থেকে বাঁচাতে পারে আবার সাধারণ মানুষকেও সিরাতে মুস্তাকীম এর উপর পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষা কেন্দ্র স্কুল-কলেজে ইলমের কিছু তো নেই-ই; বরং তাদের সিলেবাসে ঈমান বিধ্বংসী অনেক মতবাদ রয়েছে। যার একটি মানাই ঈমান ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমনঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে বাংলাদেশের মূল সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা।

৮ দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদেরকে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি, গুরুজন, প্রতিবেশী এমনকি প্রাণীর হকও শিক্ষা দেওয়া হয়। যার ফলে তারা প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে উঠে।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। পত্রিকা খুললেই স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্রদের কীর্তি (?) দেখে চোখ ধাঁদিয়ে যায়। আজকাল তো তারা বিশেষভাবে শিক্ষকদের পিটাতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। তাছাড়া ওখানকার ছাত্ররাই তো পথে-ঘাটে ইভ-টিজিং করে বেড়াচ্ছে ।

৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়ানোর যোগ্যতাও অর্জন করে এবং কেবল তারাই সহীহভাবে পিতা-মাতার রূহে সাওয়াব রেসানী করতে পারে ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত কোন লোকেরই এই যোগ্যতা নেই যে, সে ঐ বিদ্যা দিয়ে পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়াবে বা তাদের রূহে সাওয়াব রেসানী করবে কিংবা তাদের মৃত্যুর পরের হকগুলো আদায় করবে।

১০. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও কিয়ামত পর্যন্ত আলেম তথা নেক সন্তানের নেক আমলের সওয়াব পেতে থাকবে। (তিরমিযী হা.নং ১৩৭৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই নিজ পিতা-মাতার জন্য গুনাহে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও তাদের বদ আমলের ভাগীদার হতে থাকে। কারণ তারা তাদেরকে কোনো নেক আমল শিক্ষা দেয়নি এবং জীবিত অবস্থায় তাদেরকে গুনাহের কাজ করতে নিষেধ করেনি।

১১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুনিয়ার মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ দেখায় এবং জান্নাতের রাহবারী করে। এজন্যই তারা বিভিন্ন মাদরাসা-মসজিদে, মাঠে-ময়দানে কুরআন-হাদীসের কথা জনসাধারণকে শুনিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায়। যেমনঃ তারা নাটক, সিনেমা ইত্যাদি তৈরি করে তা দেখার জন্য মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেকে লেখনীর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে। তাছাড়া আরো অগণিত উদাহরণ আপনি ভাবলেই পেয়ে যাবেন।

১২. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষা অর্জনের জন্য বসে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। (জামিউ বয়ানিল ইলম হা.নং ৪৫)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোনো ফযিলত নেই; বরং তারা তো শিখতে বসে ক্লাস রুমেও অনেক গুনাহের কাজ করে। যেমনঃ ছেলেদের মেয়েদেরকে দেখা, মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করা।

১৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ইসলাম ধর্ম টিকিয়ে রাখছে। কারণ ইলম শিক্ষার ধারা বন্ধ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে পৃথিবী থেকে ইসলাম উঠে যাবে। আর সাধারণ মানুষ যে যতটুকুই দ্বীন পালন করছে বা দ্বীনের চর্চা করছে তা এদের উসিলায় করছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজদের অনুকরণ করে এবং তাদের অর্থে পরিচালিত এনজিওগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশে দিন দিন খৃষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে চলাই এর প্রমাণ বহন করে। সামান্য অর্থের লোভে বাংলাদেশী ছেলে-মেয়েরাই তো এসব এনজিওতে কাজ করছে।

১৪. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শেষ পরিণাম কল্যাণকর হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকেই দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। (জামেউ বয়ানিল ইলম হা.নং ৮০.)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের শেষ পরিণাম অজানা; বরং বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাদের শেষ পরিণাম সুখকর হবে না। যারা আল্লাহর হুকুম মানবে না তাদের শেষ পরিণতি খারাব হওয়াই স্বাভাবিক।

১৫. হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক 'দুনিয়ার গোটা সৃষ্টিজগত দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীর জন্য দু'আ করে'। (আবূ দাউদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা এ দু'আ থেকে বঞ্চিত থাকে।

১৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর বন্ধু। কারণ তারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন যাপন করে। আর তারা শয়তানের শত্রু কারণ তারা শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা যদি কোনোভাবে দ্বীন না শিখে, চাই উলামায়ে কেরামের সুহবতে এসে হোক কিংবা অন্য কোনোভাবে হোক, তাহলে এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ তখন তারা না জানার কারণে বা আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন না করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই শয়তানের পথে পরিচালিত হবে।

১৭. প্রকৃত দ্বীনী শিক্ষার প্রকৃত শিক্ষার্থীরা মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে ইমাম হওয়ার (নেতৃত্ব দেয়ার) যোগ্যতা রাখে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা মুসলমানদের প্রতি দিনের আমল পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ইমামতীটুকু করার যোগ্যতা রাখে না।

১৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুনিয়ার অর্থের লোভে নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা এক দুই টাকার লোভেও নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে কুণ্ঠা বোধ করে না। দুর্নীতিতে বাংলাদেশের বারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত বান্দা (সৈনিক)। এদের মাধ্যমে তিনি নিজ দ্বীনের হেফাজত করছেন।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা ইংরেজদের মানস সন্তান। কারণ তারা তাদের চিন্তা-চেতনাই লালন করে।

২০. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী, হক্কানী আলেম-উলামা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। কারণ গোমরাহীর অন্ধকারে মানুষ তাদের মাধ্যমে সুপথ পেয়ে থাকে। (মাজমাউযযাওয়ায়িদ হা.নং ৪৮৯)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের কোনো ফযিলত নেই; বরং তাদের কারো কারো মাধ্যমে পৃথিবী গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে দ্বীনদার হলে সেটা ভিন্ন কথা।

২১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের উসিলায় আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়ার মানুষকে রিযিক দিচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন এবং পরাচ্ছেন। (তাহযীবে তারীখে দামেস্ক ৫/ ৪৩৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্য থেকে অনেকের ভয়ানক গুনাহের কারণে দুনিয়ার মানুষকে আযাবে এবং দুর্ভিক্ষে পড়তে হয়।

২২. খালেস দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা (কওমী মাদরাসার ছাত্ররা) ইসলামের ইউনিফর্ম পরে থাকে। যেকেউ তাদেরকে দেখলেই খাঁটি মুসলিম মনে করতে বাধ্য হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা বিধর্মীদের ইউনিফর্ম পরে থাকে। ফলে সে মুসলিম না কাফের বাহ্যিকভাবে তা বুঝার কোনো উপায় থাকে না।

২৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর 'হায়াত'। যত দিন তারা দ্বীন চর্চায় লিপ্ত থাকবে ততদিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে বহাল রাখবেন। কিয়ামাত ঘটাবেন না। (মুসলিম হা.নং ১৪৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা যত বড় ডিগ্রিধারীই হোক না কেন, তাদের কারণে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখবেন না; বরং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা যত বাড়বে পৃথিবী ততই কিয়ামাতের দিকে এগিয়ে যাবে।

২৪. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতরা মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন, অবসর গ্রহণ করেন না।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অনেকে তো চাকুরিই পায় না। আর পেলেও ৩০-৩৫ বছর পর অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

২৫. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে হাশরের ময়দানে প্রচন্ড রোদের মাঝে যখন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, তখন তাদেরকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়া হবে। (তিরমিযী হা.নং ২৩৯১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য এ ধরনের কোনো ওয়াদা বা আশ্বাস কুরআন-হাদীসের কোথাও বর্ণিত হয়নি; বরং তারা সংশোধন না হলে, হাশরের ময়দানে তাদেরকে ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

২৬. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদের লকব বা সনদ চিরস্থায়ী। বেহেশতে প্রবেশ করেও তারা এ উপাধিতে ভূষিত হবেন।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের সনদ একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। অবসর গ্রহণের পরই তাদের সনদ অনেকাংশে অকেজো হয়ে পড়ে। আর মরার পর কবরে ও হাশরে এ সনদের কোনো মূল্যায়নই হবে না।

২৭. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের পিতা-মাতা বা অন্য যে কেউ যত টাকা খরচ করে তাতে সে বে-হিসাব সাওয়াব পায়। (সহীহ ইবনে হিব্বান হা.নং ৪৬২৯)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য টাকা খরচ করলে সাওয়াব হবে এমন কোনো কথা কুরআন-হাদীসে নেই; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের পিছনে টাকা ব্যয় করলে গুনাহ হয়। যেমনঃ অভিনয়, নাচ-গান, প্রাণীর ছবি আঁকা ইত্যাদি শিখার ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় করা হয় তাতে গুনাহ হয়।

২৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থী যদি ইলম শিক্ষা করা অবস্থায় ইন্তেকাল করে তাহলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। (আবূ দাউদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন অবস্থায় মারা গেলে এ মর্যাদা পাবে না; বরং গুনাহের কোনো কিছু শিক্ষারত অবস্থায় মারা গেলে খারাব পরিণতির আশংকাই প্রবল।

২৯. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহ তা'আলার পরিবারের সদস্য। সুতরাং পরকালে তাদের বিশেষ পাওয়ার থাকবে । (মুসনাদে আহমাদ ৩/১২৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর পরিবারের সদস্য হওয়া তো দূরের কথা তারা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর শত্রু সাব্যস্ত হয়ে যায়।

৩০. সর্বোপরি দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মাঝে খোদাভিরুতা, নম্রতা, ভদ্রতা, এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতার গুণ থাকার কারণে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বিভিন্ন ফেতনায় জর্জরিত সমাজকে জাহিলিয়াতের অতল গহবর থেকে উঠিয়ে হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। আদর্শ, সুশীল সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যা দেশ ও জাতির জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষণ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা অসামাজিক কার্য-কলাপ। যেমনঃ হত্যা, লুন্ঠন, রাহাযানী, ধর্ষণ, ইভ-টিজিং, গাড়ী ভাংচুর, মারা-মারি, কাটা-কাটি, নেশা-মদ্যপান ইত্যাদি জঘন্য কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে আদর্শ সমাজও বর্বর যুগের অসভ্য সমাজে পরিণত হতে বাধ্য। আজ নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্মহীন শিক্ষার কারণেই দেশজুড়ে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারপরও কি আমরা সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারি!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার এবং নিজ অধীনস্থদের উক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার তাওফিক দান করুন। আমীন ।

■ হাদিসের আলোকে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব:

হাদিস ১:

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ{رواه الترمذي

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অর্জন করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন।

(তিরমিযী হা/২৬৪৬; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; সহিহুল জামে' হা/৬২৯৮, সনদ সহিহ, বাইহাকি, শুআবুল ঈমান : ৫৩৬৭)।

হাদিস ২ :

হযরত আবু উমামাহ আল-বাহেলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

নবী করীম (ﷺ)-এর সম্মুখে দু'জন ব্যক্তির স্মরণ করা হয়, যাদের মধ্যে একজন আবেদ, অপরজন আলেম ছিলেন। নবী করীম (ﷺ) বললেন, একজন আলেমের ফযিলত তথা শ্রেষ্ঠত্ব একজন আবেদের উপর, যেমনটি আমার শ্রেষ্ঠত্ব তাোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির (সাহাবীর) উপর। অতঃপর নবী করীম (ﷺ) আরও বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমানবাসী, যমিনবাসী এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও মৎস্যকুল সে ব্যক্তির উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণের দু'আ করেন, যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেন।

১.তিরমিযী, আস সুনান, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ২৬৮৫;

২.দারেমী, আস সুনান, হাদীস নং ২৮৯

৩.মিশকাত হা/২১৩, সনদ হাসান।

হাদিস ৩:

হযরত আবু দারদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে কোন রাস্তা পাড়ি দেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের রাস্তায় পরিচালনা করেন এবং নিশ্চয় ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে তাদের পদতলে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন এবং জ্ঞানী আলেম ব্যক্তির জন্য নভামেন্ডল এবং ভূ-মন্ডলের প্রত্যেক কিছু এমনকি পানির মৎসকুল পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে পাপ মাোচনের দুআ করেন। আবেদের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমনি যেমনটি চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত তারকারাশির উপর। নিশ্চয়ই আলেমগণ সমস্ত নবীগণের ওয়ারিশ। নিশ্চয়ই আম্বিয়ায়ে কেরামের মিরাছ দিনার বা দিরহাম নয়। বরং তাদের মিরাছ হলাে 'ইলম (জ্ঞান)। সুতরাং যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হয়েছে, সে ব্যক্তি আম্বিয়ায়ে কেরামের রেখে যাওয়া এ সম্পদের এক বিরাট অংশের অধিকারী হয়েছে।

১.ইমাম আবু হানীফা, আল মুসনাদ, খ. ১ পৃ.৫৭;

২.তিরমিযী, আস সুনান, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ২৬৮২

৩.আবুদাউদ হা/৩৬৪১;

৪.মিশকাত হা/২১২;

৫.তিরমিজিঃ সহিহুল জামে‘ হা/৬২৯৭, সনদ সহিহ,

৬.ইমাম মুত্তাকী আল হিন্দীঃ কানযুল উম্মাল : ২৮৭৩৭

হাদিস ৪:

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

‘প্রত্যেক মুসলিমের ওপরে জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজ। (ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮, সনদ হাসান।)

হাদিস ৫:

হযরত মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে,

আল্লাহ তা'আলা যার জন্য মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান (তথা দ্বীন বুঝার সক্ষমতা) দান করেন। আর আমি বন্টনকারী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেন।

১.বুখারী, আস সাহীহ, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৭১;

২.মুসলিম, আস সাহীহ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০৩৭

৩.ইবনু মাজাহ হা/২২৩;

৪.সহিহুল জামে‘ হা/৬২৯৭, সনদ সহিহ।

হাদিস ৬:

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

‘আলেমরাই নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী করেন না। বরং তারা ইলমের উত্তরাধিকারী করেন। ফলে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে বৃহদাংশ গ্রহণ করল। (সহিহুল বুখারী হা/৭১)

হাদিস ৭:

রাসূল (ﷺ) প্রতি ফজর সালাতের পর প্রার্থনা করতেন এই বলে যে,

ٰاللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلا

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রুজি প্রার্থনা করছি।’ (আহমাদ ইবনে মাজাহ, তাবারানি, মিশকাত হা/২৪৯৮)

হাদিস ৮:

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

ٰبَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَة

‘আমার পক্ষ হতে মানুষের নিকটে পৌঁছে দাও, যদি একটি মাত্র আয়াতও হয়’। (বুখারী হা/৩৪৬১; তিরমিজি হা/২৬৬৯)

হাদিস ৯:

হাদিসে এসেছে,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ بِهِ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ بِهَا فِى النَّارِ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلاَنُ مَا لَكَ مَا أَصَابَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيه.

ওসামা ইবনু যায়েদ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামিরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদের ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদের ভালো কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে করতাম না। আর খারাপ কাজের নিষেধ করতাম কিন্তু নিজেই তা করতাম।

(সহিহুল বুখারী হা/৩২৬৭; মিশকাত হা/৫১৩৯)

হাদিস ১০:

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا مَاتَ الاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَا مِنْ ثَلَاثَةٍ اِلَا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَه

-(مسلم 4310)

‘যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল (ও ছওয়াব) বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি আমল ব্যতীত (যেগুলোর ছওয়াব বন্ধ হয় না) :

(১) সদকায়ে জারিয়া,

(২) ইলম যার দ্বারা (লোকের) উপকার সাধিত হয় এবং

(৩) সুসন্তান, যে তার (পিতা-মাতা) জন্য দো‘আ করে৷’

(মিশকাত হা/২০৩, মুসলিম হা/১৬৩১)